কুল কায়িনাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত অনন্তকালব্যাপী জারীকৃত পবিত্র সাইয়্যিদুল আ'ইয়াদ শরীফ উনার সম্মানার্থে প্রতিষ্ঠিত

মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা

MUHAMMADIA JAMIA SHAREEF MADRASA & YATIMKHANA

পৃথক বালক ও বালিকা শাখা

৫/১ আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ শরীফ, ঢাকা-১২১৭

মুহতারাম,

মহান আল্লাহ পাক উনার অসীম রহমতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অত্র মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ মাদরাসা। যার মহান প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন মহান আল্লাহ পাক উনার খাছ লক্ষ্যস্থল ওলী, আওলাদে রসূল, ইমামুল আইম্মাহ, মুহইস সুন্নাহ, কুতুবুল আলম, গাউছুল আ'যম, মুজাদ্দিদ আ'যম, জামিউল আলক্বাব, হাবীবুল্লাহ সাইয়্যিদুনা ইমাম রাজারবাগ শরীফ উনার হযরত মুর্শিদ ক্বিবলা আলাইহিস সালাম। এখানে সমাজের বিত্তবানদের পাশাপাশি 'গরীব এবং ইয়াতীমদের' শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রয়েছে 'ইয়াতীমখানা এবং লিল্লাহ বোর্ডিং'।

বিশ্বখ্যাত আউলিয়ায়ে কিরাম উনাদের অভিমত হচ্ছে- যেসব খাতে পবিত্র যাকাত, পবিত্র উশর, পবিত্র ফিৎরা, পবিত্র কাফফারা, পবিত্র মান্নত, পবিত্র দান, পবিত্র ছদকা, পবিত্র কুরবানী উনার চামড়া ইত্যাদি প্রদানের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন, তার মধ্যে ইয়াতীম ও গরীব ত্বলিবে ইলম অর্থাৎ ইলমে দ্বীন শিক্ষায় নিয়োজিতদেরকে প্রদান করলেই লক্ষ-কোটি গুণ বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়। তবে যে কোন প্রতিষ্ঠানে দিলে কবুল হবেনা। এক্ষেত্রে শরীয়ত সম্মত কিনা যাচাই করতে হবে।

যাকাত দ্বীন ইসলাম উনার ৩য় তথা মধ্যবর্তী স্তম্ভ। যাকাত ব্যাতীত দ্বীন ইসলাম উনার ঘর টিকে থাকতে পারে না। যাকাত আদায় না করলে নামায ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী কবুল হয় না।

পবিত্র যাকাত, পবিত্র ফিতরা, পবিত্র উশর দেয়ার সময় যে বিষয়গুলি লক্ষনীয়-

পবিত্র সূরা মায়িদা শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "**তোমরা নেকী ও পরহেযগারীর মধ্যে সহযোগিতা করো; পাপ ও নাফরমানীর মধ্যে সহযোগিতা করো না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাক উনাকে ভয় করো, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ পাক তিনি কঠিন শাস্তিদাতা।**" এই পবিত্র আয়াত শরীফ অনুসরণে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে যাকাত দেয়া যাবে না, দিলে মহান আল্লাহ পাক উনার কঠিন শাস্তি পেতে হবে:

(১) যাদের ঈমান-আক্বীদা বিশুদ্ধ নয়, যেমন- কাদিয়ানী, শিয়া, ওহাবী ইত্যাদি বাতিল ৭২ ফিরকা প্রত্যেকে জাহান্নামী। এদেরকে যাকাতের অর্থ দিয়ে সহযোগীতা করলে জাহান্নামী হতে হবে। **(২) যারা পবিত্র ইসলাম উনার নামে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড** যেমন- মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, বোমাবাজি, হরতাল, লংমার্চ করা, পবিত্র কুরআন শরীফ পোড়ানো, কোয়ান্টাম মেথড ইত্যাদি হারাম ও শরীয়ত উনার খিলাফ কাজ করা; মাদ্রাসার নামে সন্ত্রাসী কাজ করা, বেআমল, বেপর্দা হওয়া এবং জাকির নায়েক ওরফে কাফির নায়েক এর মত হারাম ছবি তোলা, বেপর্দা হওয়া ও টাই পরা ইত্যাদি গুমরাহীমূলক কাজে সাহায্য করা যাবে না। **(৩) মুত্তাকি-পরহিযগার নাকি ফাসিক-ফুয্যার:** পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "ফাসিকের প্রশংসা করলে মহান আল্লাহ পাক তিনি এত গোসসা করেন যে, গযবের ভয়ে আরশে আযীম থরথর করে কাঁপতে থাকেন"। ফাসিকের প্রশংসা করলেই যদি মহান আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন, তাহলে ফাসিককে সাহায্য করলে কি ভয়াবহ অবস্থা হবে, তা চিন্তার বিষয়। কাজেই যারা ফরয, ওয়াজিব, সন্নতে মুয়াক্কাদা তরক করে বেপর্দা-বেহায়াপনা, হারাম খেলাধুলা, ছবি তোলা, টিভি-ডিশ চ্যানেল দেখা ইত্যাদি হারাম কাজে জড়িত তাদের এসব হারাম কাজে কোনো সাহায্য করা যাবে না। **(৪) রিয়া এবং ইহানত করা:** মহান আল্লাহ পাক উনার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কারো যেমন- বাসার কাজের লোক, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের খুশি করার জন্য বা লোক প্রদর্শনের জন্য যাকাত দিলে রিয়া হবে, আর রিয়া করে আমল করলে কবুল হবে না। যাকাত প্রদানের নামে নিম্ন মানের কাপড় দিয়ে যাকাত উনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হারাম। সম্মানিত যাকাত উনার নামে মেলা করে যারা যাকাত সংগ্রহ করে তাদের যাকাত দিলে তা আদায় হবে না।

এই রকম যাচাইকৃত শরীয়তসম্মত একটি সর্বোত্তম দ্বীনী প্রতিষ্ঠান হচ্ছেন 'মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ মাদরাসা ইয়াতীমখানা এবং লিল্লাহ বোর্ডিং'- এখানে যাকাত, ফিতরা, ওশর ও কুরবানীর চামড়া প্রদান করলে সন্দেহাতীতভাবে তা কবুল হয়, আযাব-গযব থেকে বাঁচা যায়, নিয়ামত ও প্রশান্তি লাভ হয়। পাশাপাশি ছদক্বায়ে জারিয়ার ছওয়াবও পাওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ!

"মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ ইয়াতীমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং" যাকাত, উশর ও কুরবানীর চামড়া প্রদানের শ্রেষ্ঠ স্থান কেন?

১. সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত উনার অনুসরণ: এখানে সম্মানিত আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত উনার আক্বীদা ভিত্তিক পবিত্র কুরআন শরীফ, পবিত্র হাদীছ শরীফ, পবিত্র ইজমা শরীফ ও পবিত্র ক্বিয়াস শরীফ তথা পরিপূর্ণ শরীয়ত উনার অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। শুধুমাত্র কিতাবে নয়, বরং বাস্তবে দৈনন্দিন আমলসহ সর্বক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত পরিপূর্ণ পবিত্র সুন্নত উনার রঙে রঞ্জিত। সকলের জন্য তাহাজ্জুদ নামায বাধ্যতামূলক। পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দা পালন করা বাধ্যতামূলক; **বালিকা শাখা:** সম্পূর্ণ পৃথক; বালক শাখা উনার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও আমিলগণ উনারা প্রত্যেকেই পুরুষ এবং বালিকা শাখা উনার শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও আমিলগণ উনারা প্রত্যেকেই মহিলা। ৫ বছরের বালকদেরও বেগানা মহিলাদের সামনে যাওয়া নিষেধ।

২. ইলিম তা'লীমের পরিবেশ: খালিছ "আল্লাহওয়ালা" হওয়ার উদ্দেশ্যে একমাত্র অত্র প্রতিষ্ঠানেই ইলমে ফিক্বাহ উনার পাশাপাশি ইলমে তাছাউফ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যা শিক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য ফরয। ফরয পরিমাণ ইলম অর্জন ও আন্তর্জাতিক সিলেবাসের মাধ্যমে ৫টি ভাষা (আরবী, বাংলা, উর্দূ, ফারসী, ইংরেজী) শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। উন্নতমানের সুষম খাদ্যের (balanced diet) ব্যবস্থা আছে। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পবিত্র দ্বীন ইসলাম উনার নামে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড যেমন, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, বোমাবাজী, হরতাল, লংমার্চ, ইসলাম হেফাযতের নামে পবিত্র কুরআন শরীফ পোড়ানো, জান-মালের ক্ষতিসাধন, কুশপুত্তলিকা দাহ, অবাঞ্ছিত সংগঠন বা দলাদলি ইত্যাদি হারাম ও কুফরীমূলক কাজ থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত। প্রত্যেক শিক্ষকের জন্যে ছাত্রদেরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করা শর্ত। শিক্ষার্থীদেরকে বেত্রাঘাত, মারামারি নিষিদ্ধ- একারণেই তাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-জ্ঞান, মেধা ও মগজের মধ্যেই প্রচলিত অনৈসলামিক দুষ্ট ব্যাধি ও সন্ত্রাসবাদ নেই।

৩. বিভিন্ন কর্মস্থল: এখানে দলিলভিত্তিক গবেষণার জন্য রিসার্চ সেন্টার (Muhammadia Jamia Shareef Research Centre) এবং প্রায় সমস্ত বিষয়ে কোটি কোটি টাকা মূল্যের দূর্লভ কিতাবে সমৃদ্ধ ১টি লাইব্রেরী (Muhammadia Jamia Shareef Library) আছে। পাশাপাশি সারাদেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত শাখা মসজিদ-মাদ্রাসায় আমাদের শিক্ষার্থীরা ইবাদত-বন্দেগী ও দ্বীনী তা'লীম তালকিনে নিয়োজিত হয়।

৪. কর্মপরিধি: বিশ্বব্যাপী মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও ঘরে ঘরে আনজুমানে আল বাইয়্যিনাত মজলিস (Readers forum) এর মাধ্যমে প্রচলিত শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষাই নয় বরং শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তি সবার জন্যে ইলিম অর্জন ও তা'লীমের ব্যবস্থা আছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ইলম অর্জন ও বিতরণের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মসজিদ-মাদরাসা ও কোটি কোটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।

কাজেই, আপনার পবিত্র যাকাত, পবিত্র উশর, পবিত্র ফিৎরা, পবিত্র কাফ্ফারা, পবিত্র মান্নত, পবিত্র দান, পবিত্র ছদকা, পবিত্র কুরবানী উনার চামড়া বা তার মূল্য অত্র প্রতিষ্ঠান ও সংশিষ্ট ইয়াতীমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং-এ দান করাই হবে অধিক ফযীলতের কারণ। তাই আপনার যে কোনো আর্থিক সহযোগিতা অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রদান করে মহান আল্লাহ পাক উনার এবং উনার হাবীব নূজে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাদের খাছ সন্তুষ্টি মুবারক হাছিল করুন।

যে কোন আর্থিক খিদমত প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুন: ব্যাংক একাউন্ট: মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, চলতি হিসাব নং-২০০০০৭৫৬৯ মালিবাগ, ঢাকা। দৈনিক আল ইহসান-A/C নং. ০১৬০৮৩৩০২৮৫৯৭, সোনালী ব্যাংক লি: শাখা- বৈদেশিক বানিজ্য কর্পো: ঢাকা। বিকাশ:০১৭১৮-৭৪০৭৪২; ০১৮৭৬-০৪৩৯৩৪; ০১৯৯০-৭৭০০৬৫ (পার্সোনাল)।ফোন(পিএবিএক্স): ০২-৮৩২১২৯৮। মোবাইল : ০১৭১১২৬৪৬৯৪, ০১৭১২৬৪৮৪৫৩, ০১৭১১২৭২৭৮২, ০১৭১৩৪৫৬৮৬৫।

Email : dailyalihsan@gmail.com; website: ahkamuzzakat.com